Pandit Deendayal Upadhyaya Govt. Model College, Katlicherra

Journal of Multidisciplinary Research and Analysis

Volume 1, Issue 2 (2025)
https://pdugmck.ac.in/index.php/journal-jmsa/

প্রাচীন সভ্যতার উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব

সংক্ষিপ্তসার

ব্রহ্মার মরীচ নামক পুত্রের পুত্র কশ্যপ, সুতরাং কশ্যপ ব্রহ্মার পৌত্র। কশ্যপ ভারতের একজন প্রসিদ্ধ ঋষি।তিনি যে পৃথিবীর প্রথম যুগের ইতিহাসের একজন প্রধান নায়ক ছিলেন- তিনি যে **'প্রজাপতি'**বলে পরিগণিত এবং পৃথিবী যে তাঁরই নামে **'কাশ্যপী'**[1] বলেঅভিহিত হয় তাতেই তার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।পুরাণাদিতে কশ্যপঋষিকে দেব-দানব-নাগ প্রভৃতির পিতারূপে বর্ণিত দেখা যায়। এতেই পৃথিবীর উপর তাঁর প্রভাবের আভাস পাওয়া যায়।আলোচ্য প্রবন্ধে প্রাচীন সভ্যতার উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব এই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

Gobinda Sarkar

Department of Sanskrit ,Sabour College, Sabour (Bhagalpur)
Email: gsarkar084@gmail.com

Corresponding Author*: Gobinda Sarkar
Email of Corresponding Author*: gsarkar084@gmail.com

সূচক শব্দঃ- প্রাচীন সভ্যতা, বেদ, পুরাণ, কাশ্যপ ঋষি।

Received: *August 11th 2025,* **Accepted:** *September 19th 2025* **Published:** *November 20th2025*

মূল আলোচনাঃ-

কশ্যপ ঋষির পূর্ব্বোক্ত দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি সন্তান যে একই পত্নীর গর্ভজাত ছিল তাহা নয়।কথিত আছে তিনি দক্ষ প্রজাপতির তেরোজন কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। দেব-দানব-নাগ প্রভৃতি উক্ত ভিন্ন ভিন্ন স্ত্রীরই গর্ভজাত।অদিতি হতে আদিতেয় বা দেবগণ জন্মগ্রহণ করেন,দিতি হতে দৈত্য ও দনু হতে দানবগণের জন্ম হয় - কদ্রু হতে সর্পগণের ও বিনতা হতে গরুড় বা পক্ষিরাজের উৎপত্তি হয়।

কশ্যপের ভিন্ন ভিন্ন পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন সন্তানের উদ্ভব-আখ্যান হতে ঐতিহাসিক অতি মূল্যবান সত্য উদ্ধার করা যেতে পারে। কশ্যপের পত্নী ও পুত্রদেরকে ঐতিহাসিক ব্যক্তি বলে গ্রহণ করলে আদিতেয় বা দেবতাদেরকে আর্য্যজাতি এবং দৈত্য-দানব-নাগ পক্ষী প্রভৃতিকে আর্য্যেতর জাতি বলে বুঝতে পারা যায়।

[1]ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা, পৃ.- ৪।

এদের মায়েদেরকেও আর্য্যজাতীয়া ও আর্য্যেতর জাতীয়া বলে বুঝতে হয়। সুতরাং এখান থেকে কশ্যপ ঋষিই অনার্য্য সম্বন্ধের প্রথম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন- তাই আমরা অনুমান করতে পারি।শাস্ত্রে অনুলোম বিবাহের যে বিধান দেখা যায় তাতে এরূপ অনার্য্য সম্বন্ধ যে সম্ভবপর ছিল তাই প্রমাণিত হয়।[2]

পুরাণের বর্ণনা পাঠ করলে দৈত্য-দানব-নাগ প্রভৃতি জাতিকে যেমনই সমৃদ্ধ দেখতে পাওয়া যায়- তেমনই সভ্যতালোক প্রাপ্তও দেখতে পাওয়া যায়। তাতেই এরা দেবতাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে যুদ্ধ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।কশ্যপ ঋষি এদের পিতা হওয়াতেই আর্য্য- সভ্যতার সংস্রব এদেরকে নূতন উন্নতির পথ প্রদর্শন করে যে এদেরকে আর্য্যদের সমকক্ষ করেছিল তাই বুঝতে পারা যায়।

পুরাতত্ত্বের প্রমাণে পশ্চিম এশিয়ায় কেল্ডিয়, বেবিলনীয়, মিডীয় প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যজাতি সকলই দৈত্য-দানবরূপে বর্ণিত হয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তাঁদের সভ্যতা এরূপই উচ্চসীমা প্রাপ্ত হয়েছিল যে তাঁদের অধিষ্ঠিত এশিয়া ভূভাগ এশিয়া মাইনর অর্থাৎ অপ্রধান এশিয়া নামে স্বতন্ত্র এশিয়া নামের গৌরব প্রাপ্ত হয়েছে।উল্লিখিত সুসভ্য প্রাচীন আর্য্যেতর জাতির পিতা বলেই যে কেবল তাঁদের উপর কশ্যপ ঋষির প্রভাব প্রমাণিত হয় তাহা নয় কিন্তু এশিয়া মাইনরের প্রধান স্থানে যে তদীয় নামের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায় তাতে তদীয় প্রভাব তদপেক্ষাও অধিক প্রখ্যাপিত হয়।

ককেসাস্ এশিয়া মাইনরের একটী প্রধান পর্বত ও কাস্পীয়ান একটী প্রধান হ্রদ। এই উভয় নামই কশ্যপ ঋষির নামের সঙ্গে সংযুক্ত।পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্-দের অনুসন্ধানের দ্বারাই এই নিদর্শনের আবিষ্কার হয়েছে।**'কাস্পীয়ান'**নামটী কাশ্যপ নামেরই যে অপভ্রংশ তা সহজেই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। 'কাস্পীয়ান' নামের আদিরূপ **"কাশ্যপীয়"** ছিল ।[3] এর 'য' লোপ হয়েই কাস্পীয় এইরূপ রূপান্তর হয়েছে। তারপর কাস্পীয় হতেই পাশ্চাত্যদের দ্বারা কাস্পীয়ান নাম হয়েছে।

পুরাতত্ত্ববিৎ হিউইট্ (Hewitt) তাঁর**"The Ruling Race of Prehistoric Times"**'প্রাগৈতিহাসিক সময়ের রাজবংশ''নামক গ্রন্থে লিখেছেন-

"Kashyapa...whose name survives in that of the Caspian sea."[4]

"কাস্পীয়ান সাগরের নামে কাশ্যপের নাম জীবিত রয়েছে।

'ককেসাস্' নামের মধ্যে কেউ কেউ কাশ (Kas) শব্দেরই অন্তর্ভাব দেখতে পান।কাশ্মীর নামের পুরাতত্ত্ব ব্যাখ্যা স্থলে ভারতকল্পদ্রুম (Cyclopaedia of India)নামক গ্রন্থে এইরূপ মন্তব্য করা হয়েছে-

"Kasmir is not the Country of the Kas but the Kasiamontes (mer) of Ptolemy the Kha (mer)Kas or Caucasus."

এখান থেকে ককেসাস্ নামটী যে 'খাকাশ' নামেরই অপভ্রংশ এবং খাকাশ যে কাশদের পর্বত (খা) অর্থ প্রকাশ করে তাই বুঝতে পারা যাচ্ছে। 'কাশ' শব্দ আবার 'কাশ্যপ' শব্দেরই অপভ্রংশ। 'কাশ্যপ' কশ্যপের বংশধরদেরকেই বোঝায়, 'কাশও' সুতরাং বংশীয়দেরকেই বোঝায়। এই সম্বন্ধে টডেব রাজস্থানে এইরূপ লিখিত হয়েছে-

[2]প্রবাসী- ভাদ্র, ১৩২৭, পৃ.- ৪০৩।

[3]বঙ্গে সামাজিকতা, পৃ.- ১৪।

[4] J. F. HEWITT, The Ruling Race of Prehistoric Times (In India, South-Western Asia and Southern Europe), New York, 1895,Essay – VI, Page - 501.

"But Kash, Khash, or Kas, a frequently recurring prefix in India, is supposed by Mr. Campbell to have its origin from Rishi Kashyapa who gave his name to Kashmir, Kashgar, and to the people originally called Kasha or Kasia."[5]

উদ্ধৃত মন্তব্য হতে 'কাশগড়' নামক স্থানদুটীও যে 'কাশ্যপ' নামেরই সঙ্গে সংযোগের প্রমাণ দিচ্ছে তা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। কাশগড় মধ্য-এশিয়ার অন্তর্গত স্থান- 'কাশ্মীর' ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী স্থান। এই প্রকারে এশিয়ার পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ তিন অংশেই কাশ্যপ নামের নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে। ভারতবর্ষে কাশ্মীর নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন অপেক্ষা অন্য একটী নামে কাশ্যপ নামের নিদর্শন সম্পূর্ণ রূপে রক্ষিত দেখা যায়।মূলতানের প্রাচীন নামে সেই নিদর্শন পরিষ্কাররূপেই প্রকাশ পায়।"ভারতকল্পদ্রুম"(Cyclopaedia of India)নামক গ্রন্থে মূলতানের প্রাচীন নাম 'কাশ্যপপুর' বলে উল্লিখিত হয়েছে এবং এর প্রথম প্রতিষ্ঠা কাশ্যপ ঋষির দ্বারা হয় বলেই কিম্বদন্তী নির্দেশ করা হয়েছে।

যথা-

"Kashyapapura- the modern Multan. According to the traditions of the people, Kashyapapura, the Kasherira of Ptolemy,was by founded Kashyapa who was the father of the twelve Adityas or sun-gods by Aditi and of the Daitya or Titans by Diti."[6]

এখানে গ্রীক্ ভৌগোলিক টলেমির লেখা হতেও আমরা কাশ্যপপুরের অস্তিত্বের প্রমণে পাচ্ছি। টলেমির লেখায় কাশ্যপুর যে রূপান্তরিত হয়ে 'কাম্পিরির' হয়েছে- তা হতেই 'কাশ্যপীয়', যে কি ভাবে 'কাস্পীয়ান্' রূপে পরিবর্ত্তিত হতে পারে তার যথেষ্ট আভাসই আমরা পেতে পারি।

মূলতান নামটীও 'মূলস্থান' নামেরই অপভ্রংশ। এখান থেকেও এই স্থানই যে ভারতবর্ষে আর্য্যদের প্রথম অধিষ্ঠান তাই বুঝতে পারা যায়।কাশ্যপঋষি প্রথম এই স্থানের প্রতিষ্ঠা করেন বলেই এর আদিনাম 'কাশ্যপপুর' হয় এটাই কাশ্যপপুর নামের প্রকৃত পুরাতত্ত্ব বলে বোধ হয়।

এই ভাবে ভারতবর্ষের কশ্যপপুর (মূলতান) হতে সুদূর এশিয়া মাইনরের কাস্পীয়ান্ ও ককেসাসে পর্যন্ত কশ্যপ নামের নিদর্শন ব্যাপ্ত।এবং এব দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা, মধ্য-এশিয়ার সভ্যতা ও পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতা যে কশ্যপ ঋষির প্রভাব দ্বারাই অনুপ্রাণিত- তাও প্রমাণিত করেকশ্যপ ঋষির নামে পৃথিবী কেন যে **'কশ্যপী'** নামে আখ্যাতা হয়েছে তা বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সূত্র-নির্দেশঃ-

১. J. F. HEWITT, ***The Ruling Race of Prehistoric Times*** (In India, South-Western Asia and Southern Europe), New York, 1895.

২.C.H. Payne, ***Tod's Annals of Rajasthan***, The Indian School Supply Depot, 1918.

৩. শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য, ***ভারতীয় আর্য্যজাতির আদিম অবস্থা***, প্রকাশক- শ্রীশশিভূষণ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা, ১৮৯১।

৪. শ্রীবিমলা প্রসাদ সিদ্ধান্তসরস্বতী, ***বঙ্গে সামাজিকতা*** (বর্ণ ও ধর্ম্মগত সমাজ), মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, ২০০২।

[5]Campbell , Page - 58 , Tod's Rajasthani, Page - 303

[6] Page- 519

৫. ***প্রাচীন ভারতের ভৌগলিক ইতিবৃত্ত***, প্রকাশক- শ্রীজানকীনাথ বসু, বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৬৬।

৬. শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার, ***প্রাচীন ভারত*** (পঞ্চম খণ্ড), প্রকাশক- শ্রীনলিনাক্ষ রায়, কলিকাতা, ১৩২৯।

৭. অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ***পৌরাণিকা***(প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৫৫।

৮. গজেন্দ্রকুমার মিত্র, ***পৃথিবীর ইতিহাস***, মিত্র ও ঘোষ, কলিকাতা, ১৩৬৭।

৯. শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু, ***বিশ্বকোষ***, শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত, কলিকাতা, ১২৯৮।

১০. শ্রীগিরিন্দ্রশেখর বসু, ***পুরাণপ্রবেশ***, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৮।